চার্বাক দর্শন (Cārvāka Philosophy):

DR. DIBAKAR MANNA,
ASSISTANT PROFESSOR,
TARAKESWAR DEGREE COLLEGE

চার্বাক কর্তৃক শব্দের প্রামাণ্য খণ্ডন:

চার্বাকরা যেমন অনুমানের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন তেমনি শব্দজ্ঞানের প্রামাণ্যও অস্বীকার করেন। আমরা যে ঘট, পট ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করি তার দ্বারা শ্রোতা ঘট, পট রূপ বিষয়কে বুঝে থাকে। কোন্ শব্দ কোন্ অর্থকে প্রকাশ করবে তা বৃদ্ধব্যবহার, কোষ, ইত্যাদি থেকে জানা যায়। একজন উত্তম বৃদ্ধ বললেন ঘট আন। একজন মধ্যম বৃদ্ধ ঐ কথা শোনার পর ঘট আনয়নরূপ কার্য করল। একজন বালক তা দেখল। উত্তম বৃদ্ধ পুনরায় বললেন: ঘট রাখ, পট আন। মধ্যম বৃদ্ধ তদনুযায়ী কর্ম করলেন। এইরূপ বৃদ্ধ ব্যবহার থেকে বালকের ঘট, আনা, রাখা, পট, আনা ইত্যাদি অর্থের বোধ হল। শব্দকে সাধারণতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয় – লৌকিক ও বৈদিক। বৃদ্ধ ব্যবহার, কোষ ইত্যাদি থেকে শব্দের যে অর্থ বোধ হয় তা লৌকিক। বেদ বা শ্রুতি থেকে আমাদের যে শব্দের অর্থবোধ হয় তা বৈদিক। বেদ বা শ্রুতিকে সাধারণতঃ অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত বলে স্বীকার করা হয়। আমরা আগেই বলেছি, চার্বাকরা বেদের প্রামাণ্য মানেন না। বেদ ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর ব্যক্তির রচনা। বেদের মধ্যে আছে, যজ্ঞে বলিপ্রদত্ত পশুর স্বর্গলাভ হয়। চার্বাকরা বলেন, একথা সত্য হলে যজমানের উচিৎ তার পিতাকে যজ্ঞে বলি দেওয়া। কেননা স্বর্গ সকলেরই কাম্য। কিন্তু পিতাকে বলি না দিয়ে পশুকে বলি দেওয়ার কারণ হল পশুমাংস ভক্ষণ করার ইচ্ছা। কাজেই বেদ অপরকে ঠকানোর এক কৌশল মাত্র। বেদ যে বিশ্বাসযোগ্য তার কোন প্রমাণ নেই। অনুরূপভাবে, লৌকিক বাক্যের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধব্যবহার যে বিশ্বাসযোগ্য তাই বা কেমন করে জানা যাবে। যদি বিশ্বাসযোগ্যতার অনুমান করা হয় তবে তা চার্বাক মতে গৃহীত হবে না। কেননা চার্বাকরা অনুমানের প্রামাণ্য মানেন না। কাজেই শব্দকে প্রমাণ বলে মানা যায় না।

চার্বাকদের এই মতও যুক্তিসহ নয়। কেননা শব্দ প্রমাণ অস্বীকার করা হলে চার্বাকরা স্বীয় মতের প্রামাণ্য দাবী করতে পারেন না। চার্বাক সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান হয় তা শব্দপ্রমাণগম্য। এখন শব্দকে যদি প্রমাণ মানা না হয় তাহলে চার্বাকের মতও গ্রহ্য হতে পারবে না। কাজেই শব্দ

প্রমাণকে খণ্ডন করতে গেলে স্ববিরোধ দোষ হয়। গাছের ডালে উঠে গোড়া কাটার মতই তা হাস্যকর।

DR. DIBAKAR MANNA